পঞ্চ মহাব্রত (Five great vows)

'ব্রত' শব্দের অর্থ নৈতিক বিধি। এই নৈতিক বিধিগুলি কঠোর ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করাটা মানুষের একান্ত কর্তব্য। জৈন দর্শনে মহাব্রত পালনের ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম বা শিথিলতা অনুমোদিত হয়নি। সন্ন্যাসীদের পক্ষে এই ব্রতগুলি পালন করা বেশ কঠোর। জৈনমতে মোক্ষলাভের উপায় হিসেবে ত্রিরত্নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাধন সম্যক-চরিত্র অর্জনের জন্য পঞ্চ-মহাব্রত পালন অত্যাবশ্যক। এই পঞ্চ মহাব্রত হচ্ছে-

'অহিংসাসুনৃতাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'।

অর্থাৎ : অহিংসা, সুনৃতব্রত, অস্তেয়ব্রত, ব্রহ্মচর্যব্রত ও অপরিগ্রহব্রত- এই পাঁচটিকে একসঙ্গে পঞ্চব্রত বা পঞ্চ-মহাব্রত বলা হয়।

(১) অহিংসা ব্রত: অহিংসা মানে হিংসার পরিত্যাগ। জৈনমত অনুসারে প্রত্যেক দ্রব্যে জীবের নিবাস। তার নিবাস গতিশীলের অতিরিক্ত পৃথিবী, বায়ু, জল ইত্যাদি স্থাবর দ্রব্যেও স্বীকার করা হয়। তাই অহিংসা বলতে বুঝায় সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ যেরূপ কর্মের দ্বারা চর ও অচর জীবিত পদার্থের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটে তা হতে বিরত থাকা হচ্ছে অহিংসাব্রত। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

'চরাণাম্ স্থাবরাণাম্ চ তদহিংসাব্রতম্ মতম্'।

অর্থাৎ : গতিমান ও গতিহীন সকলপ্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকাই হলো অহিংস।

আব্দুল আলীম শেখ, শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল- ৯৭৩২৯৫৩২৫৭.

শুধু কাজেই নয়, চিন্তা বা বাক্যেও কোন জীবের প্রতি হিংসা করা বা হিংসা-কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। জৈন সন্ন্যাসীরা এই ব্রতের পালন অধিক নিষ্ঠা ও তৎপরতার সাথে করে থাকেন। যাতে নিজের অজান্তে কোন হিংসা না ঘটে যায় সেজন্য জৈন সাধুরা বর্ষাকালে তিনমাস ঘর থেকে বের হন না এবং নাকের উপর একখণ্ড কাপড় দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেন যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসে অনেক ছোট ছোট প্রাণী নাকের ভিতর চলে না যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য জৈনগণ দুই ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব পর্যন্ত হত্যা না করার নির্দেশ করেছেন। তবে এখানে অহিংসা নিষেধাত্মক আচরণ নয়। বরং একে ভাবাত্মক আচরণ বলা যায়। কেননা অহিংসা বলতে জীবের প্রতি কেবল হিংসা ত্যাগ করাকে বুঝায় না, পাশাপাশি জীবের প্রতি প্রেম করাকেও বুঝায়। অহিংসার পালন মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা করতে হয়। হিংসাত্মক কর্মের সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং অন্যকে হিংসামূলক কার্যে উৎসাহিত করা হচ্ছে অহিংসা ব্রতকে উল্লঙ্ঘন করা। এ সিদ্ধান্তের দ্বারা মূলত জৈনগণ বোঝাতে চেয়েছেন, সকল জীবই সমান, তাই কোন জীবকে হিংসা করা অধর্ম।

(২) সুনৃত ব্রত : সৃনৃত অর্থ অসত্যের পরিত্যাগ। শ্রবণকালে সুখকর এবং পরিণামে হিতকর বাক্যের প্রয়োগ হচ্ছে সুনৃতব্রত। যদি কোন বাক্য প্রয়োগ সদ্য-সুখকর অথচ পরিণামে হিতকর না হয় তবে তা সত্য হলেও সুনৃতব্রত বলে বিবেচিত হয় না। তাই জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

‘প্রিয়ম্পথ্যম্ বচস্তত্যম্ সুনৃতম্ ব্রতমুচ্যতে’।

অর্থাৎ : প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্যপ্রয়োগই সুনৃতব্রত।

এখানে লক্ষণীয় যে, জৈনমতে অপ্রিয় ও অহিতকর বাক্য সত্য বা যথার্থ নয়। অর্থাৎ যদি কোন বাক্য কোন জীবের অনিষ্ট বা জীবনহানি ঘটায় তাহলে সে বাক্যকে সত্য বলা যাবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তি কেবল মিথ্যা বাক্যেরই পরিত্যাগ করবে না, অধিকন্তু সে মধুর বাক্যও প্রয়োগ করবে। জৈনগণ মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা সুনৃতব্রত পালন করতে নির্দেশ করেছেন।

(৩) অস্তেয় ব্রত : এর অর্থ অন্যের সম্পদ চুরি না করা। পরের দ্রব্যাদি বস্তু দান, ক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে অন্যের কাছ থেকে পাওয়া গেলে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু অন্যভাবে গ্রহণ করা হলে তা অপহরণ বা চুরি হিসেবে বিবেচিত হয়। এই অন্যভাবে গ্রহণ না করাই হচ্ছে অস্তেয় ব্রত। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

‘অনাদানমদত্তস্যাস্তেয় ব্রতমুদীরিতম্’।

অর্থাৎ : দান ব্যতীত অন্যভাবে পরদ্রব্য গ্রহণ না করা হলো অস্তেয়।

আব্দুল আলীম শেখ, শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল- ৯৭৩২৯৫৩২৫৭.

জৈনমত অনুসারে জীবনের অস্তিত্ব দ্রব্য, ধনাদির উপর নির্ভর করে। প্রায়শ দেখা যায়, ধনাদি দ্রব্যের ব্যতিরেকে মানুষ জীবনকে সুচারুভাবে নির্বাহ করতে পারে না। তাই জৈনগণ ধনাদিকে মানুষের বাহ্য জীবন বলেছেন। কোন ব্যক্তির ধনাদি অপহরণ হচ্ছে তার জীবন অপহরণের সমান। অতএব, চৌর্যের নিষেধকে নৈতিক অনুশাসন বলা হয়।

(৪) ব্রহ্মচর্য ব্রত : ব্রহ্মচর্যের অর্থ হলো বাসনা পরিত্যাগ। বিষয়ভোগের ত্যাগই হচ্ছে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ। তাই বিষয়ভোগ ত্যাগের মাধ্যমে বাসনারহিত অবস্থানকে ব্রহ্মচর্যব্রত বলা হয়েছে। ব্রহ্মচর্যের অর্থ সাধারণত ইন্দ্রিয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা বোঝায়। কিন্তু জৈনরা ব্রহ্মচর্যের অর্থ হিসেবে সকল প্রকার কামনার পরিত্যাগ করাকে বুঝিয়েছেন। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

'মনোবাক্ কায়তস্ত্যাগো ব্রহ্মষ্টদশধাতম্'।

অর্থাৎ : মন, বাক্য ও দেহের দ্বারা কৃত পারলৌকিক ও ঐহিক শ্রীবৃদ্ধির জন্য কৃত সকলপ্রকার (আঠারোপ্রকার বিষয়ভোগ) কর্ম থেকে বিরত থাকাই হলো ব্রহ্মচর্য।

দিব্য (=পারলৌকিক) ও ঐহিক ভেদে বিষয়ভোগ দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ বিষয়ভোগের প্রতিটি আবার স্বয়ংকৃত, সম্মতি প্রদানের দ্বারা অনুমত (পরকৃত) এবং কেবল অনুমোদিত ভেদে তিন প্রকার হলে এ পর্যায়ে মোট বিষয়ভোগ হয় ছয় প্রকার। এই ছয় প্রকার বিষয়ভোগের প্রতিটি আবার মন, বাক্য ও শরীর এই তিনটি কারণভেদে তিন প্রকার করে হলে মোট আঠারো প্রকার বিষয়ভোগ সিদ্ধ হয়। ফলে এই আঠারো প্রকার বিষয়ভোগের পরিত্যাগও আঠারো প্রকার হয়। সাধারণত যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকেই ব্রহ্মচর্য বলে। কিন্তু জৈন দার্শনিকরা সকল প্রকার সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাকেই ব্রহ্মচর্য বলেছেন। মানুষনিজের বাসনা ও কামনার বশীভূত হয়ে পূর্ণত অনৈতিক কর্মকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু মানসিক বা বাহ্য, লৌকিক বা পারলৌকিক, স্বার্থ বা পরার্থ সকল কামনার সর্বতো পরিত্যাগ করা ব্রহ্মচর্যের জন্য অতীব আবশ্যক। ব্রহ্মচর্যের পালনে জৈনগণ মন, বাক্য ও কর্মের দ্বারা অনুষ্ঠানের নির্দেশ করেছেন।

(৫) অপরিগ্রহ ব্রত : অপরিগ্রহ মানে বিষয়াসক্তির ত্যাগ। চেতন, অবচেতন, বাহ্য, আভ্যন্তর সমস্ত দ্রব্যে আসক্তি পরিত্যাগকে অপরিগ্রহব্রত বলা হয়েছে। কেননা না থাকলেও মনোরাজ্যে কেবল বস্তুতে আসক্তি চিত্তকে অস্থির করে তোলে। অতএব বন্ধনের কারণ সাংসারিক বস্তুতে নির্লিপ্ত থাকাকে আবশ্যক মনে করা হয়। জৈনশাস্ত্রে বলা হয়েছে-

'সর্বভাবেষু মূর্চ্ছায়াস্ত্যাগঃ স্যাদপরিগ্রহঃ'।

অর্থাৎ : সর্বপ্রকার মোহ বা আসক্তি ত্যাগই হলো অপরিগ্রহ।

আব্দুল আলীম শেখ, শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল- ৯৭৩২৯৫৩২৫৭.

সাংসারিক বিষয়ের অভ্যন্তরে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ রয়েছে। সেকারণে অপরিগ্রহ শব্দের অর্থ রূপ রসাদির গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের বিষয় পরিত্যাগকে বুঝানো হয়েছে। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থেকেই জীবের দেহধারণ ও বন্ধন হয়। সুতরাং মোক্ষকামীকে সকল প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করতে হবে।

জৈনমতে সম্যক চরিত্র সাধনে উপরিউক্ত পাঁচটি ব্রত অবশ্য পালনীয়। তবে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই পঞ্চব্রত যত কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব, একজন গৃহীর পক্ষে ততোটা সম্ভব নয়। এ সত্য উপলব্ধি করে জৈনরা গৃহীর জন্য এই পঞ্চব্রতের একটা সহজ ও শিথিল রূপ নির্দেশ করেছেন। পঞ্চব্রতের এই সহজ ও শিথিল রূপ 'অনুব্রত' বলে পরিচিত। যেমন উদাহরণস্বরূপ, ব্রহ্মচর্য ব্রত অনুযায়ী একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সকলপ্রকার যৌনসম্ভোগ নিষিদ্ধ, কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে কেবলমাত্র পরস্ত্রীসম্ভোগ নিষিদ্ধ। আবার 'অহিংসা ব্রত' সন্ন্যাসীর পক্ষে সর্বতোভাবে জীবের অনিষ্টসাধন থেকে বিরত থাকার ব্রত, কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে কেবলমাত্র ত্রস জীবের অনিষ্টসাধন থেকে বিরত থাকার ব্রত।

আব্দুল আলীম শেখ, শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, ডোমকল কলেজ, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ, মোবাইল- ৯৭৩২৯৫৩২৫৭.